যুগান্তর

APR. 02 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৩...

সরকারি ও বেসরকারি কলেজ

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে অনেক সরকারি ও বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে। যাদের টাকা আছে তারা বেসরকারি কলেজে ভর্তি হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য। আর যাদের কোন রকম খেয়ে পড়ে দিন কাটে তাদের অনেকের মেধা থাকা সত্ত্বেও ভাল কলেজে পড়তে পারছে না। বিশেষত এসব দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রের কথা চিন্তা করেই সরকার দেশে সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেসরকারি কলেজের তুলনায় সরকারি কলেজের রেজাল্ট খুবই খারাপ। এর প্রধান কারণ এসব কলেজ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়ম। বেসরকারি কলেজগুলোতে দায়িত্বের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করানো হয় এবং তাদের আসন সংখ্যা থাকে সীমিত। কিন্তু সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা থাকে অনেক। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ভালভাবে ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারে না। এত ছাত্রছাত্রী থাকা সত্ত্বেও কোন মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা নেই। এমনকি শিক্ষকরাও ঠিকমতো ক্লাস নেন না। বেসরকারি কলেজগুলোতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পুরো সিলেবাস শেষ করে সেই বিষয়ের ওপর বেশ কয়েকবার পরীক্ষা নেয়া হয়। অথচ সরকারি কলেজগুলোতে সিলেবাস শেষ করা দূরের কথা ঠিক মতো ক্লাসই হয় না। প্রতিদিন ১-২টি ক্লাস করা হলেই শেষ হয়ে যায় শিক্ষকদের ক্লাস রুটিন। তাই ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত সময়ে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এর একমাত্র কারণ সরকারি কলেজগুলোর অনিয়ম। এছাড়াও এসব কলেজে নেই কোন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুযোগ। নেই নবীনবরণ উৎসবের ছায়াটুকু। তাই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, সরকারি ও বেসরকারি কলেজের এসব অনিয়ম ও বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নেয়া হোক।

ফারজানা আক্তার (পলিশাহ)
সঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা